কলকাতা হাই কোর্ট

মহামান্য বিচারপতি শ্রী বিভাস রঞ্জন দে

রাজকুমার সিতানি বনাম নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড।

এফ. এম. এ-783/ ২০১০, ০৬.১২.২০২২ তারিখে-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

(A) মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট (1988 সালের 59), ধারা 166 দাবি পিটিশন-ভুক্তভোগীর অক্ষমতা-অক্ষমতা শংসাপত্র-ভুক্তভোগীর বিরুদ্ধে বাস ধাক্কা এবং তিনি স্থায়ী আংশিক অক্ষমতায় ভুগছিলেন-প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে দুর্ঘটনাটি বাসের বেপরোয়া চালনা ও অবহেলার কারণে ঘটেছিল-বীমা সংস্থার আবেদন যে দাবিদার দ্বারা দায়ের করা অক্ষমতা শংসাপত্রটি যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়নি-প্রতিবন্ধী শংসাপত্রটি সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারদের বোর্ড দ্বারা জারি করা হয়েছিল এবং এটি বোর্ডের সমস্ত ডাক্তারের স্বাক্ষর বহন করে।প্রতিবন্ধী শংসাপত্রটি সমস্ত ডাক্তারদের দ্বারা ভুক্তভোগীকে পরীক্ষা করার পরে জারি করা হয়েছিল যারা স্থায়ী ৪০% অক্ষমতা সম্পর্কে সর্বসম্মত ছিলেন ,প্রতিবন্ধী শংসাপত্রটি উপেক্ষা করা যায় না।

(অনুচ্ছেদ ১২)

(B) মোটর যানবাহন আইন (1988 সালের 59), S.168 ক্ষতিপূরণ-সংশোধন-দাবি করা পরিমাণ নির্বিশেষে ন্যায্য ক্ষতিপূরণের অধিকারী দাবিদার-ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় সেই অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 13)

আইনজীবীদের নামঃ আবেদনকারীর জন্য শ্রীমতি গোপা দাস মুখার্জি; প্রতিবাদী জন্য সাইদুর রহমান, সঞ্জয় পাল।

---

1. রায়ঃ- মোটর যানবাহন আইন, 1988-এর ধারা 166-এর অধীনে 2005-এর এম. এ. সি কেস নং ১৪ 2-এর সঙ্গে সম্পর্কিত মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল, জলপাইগুড়ির মাননীয় বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং রায়ের বিরুদ্ধে আপিল উভয়ই নির্দেশিত হয়, যার মাধ্যমে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল 5, 53,000/- টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

2. দাবিদাররা এম. এ. সি. ১৪/২০০৫ এর এক্তি সাধারণ রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে 2010 সালের এফ. এম. এ 783 নং হিসাবে একটি আপিল দায়ের করেছেন। এবং দ্য নিউ ইন্ডিয়া

অ্যাসুরেন্স কোম্পানি 2010 সালের এফ. এম. এ 784 নং-এর আরেকটি আবেদনকে অগ্রাধিকার দেয়।

3. 2004 সালের 24শে মে প্রায় 8.30 a.m এ একটি WB-63/1631 বাস দুর্ঘটনায় দাবিদার আহত হওয়ার কারণে দাবির মামলাটি উত্থাপিত হয়েছিল। দাবি পিটিশন অনুসারে, দুর্ঘটনার কথিত তারিখে আহত/দাবিদার তার মোটর সাইকেল নংWB-74F/4353 সহ দাঁড়িয়ে ছিলেন ময়নাগুড়ি থানা, জেলা-জলপাইগুড়ির অধীনে অনিল ঘোষের পাটগোলার সামনে।সেই সময় বেপরোয়া এবং অবহেলার সঙ্গে চলা উক্ত বাসটি আহত / দাবিদার ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয় যার ফলে উক্ত ব্যক্তি বাঁ পায়ে ফ্র্যাকচারের শিকার হন ।শেষ পর্যন্ত তিনি স্থায়ী আংশিক অক্ষমতার শিকার হন।

4. এই দুর্ঘটনার জন্য, ময়নাগুড়ি থানা বাসের চালকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯/৩৩৮ ধারার অধীনে ২৪.০৫.২০০৪ তারিখে মামলা নং ১০৫/২০০৪ চালু করে।

5. দাবির মামলায় বাস এবং মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানি উভয়কেই পক্ষভুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু ট্রাইব্যুনাল নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানিকে বাস চালকের বেপরোয়া ও অবহেলাপূর্ণ কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

6. উভয় বীমা সংস্থা তাদের নিজ নিজ লিখিত বিবৃতি দাখিল করে এই যুক্তি দিয়ে হাজির হয়েছিল যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, দাবিদার কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নয়।

7. মামলাটি প্রমাণ করার জন্য, দাবিদাররা নিজেকে (P.W. 1 হিসাবে) সহ দুইজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিলেন। যিনি দাবি আবেদনের পুরো মামলাটি সমর্থন করেছেন।একজন সাজন আগরওয়ালকে P.W. 2 হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। .
P.W. 2 নিজেকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি দুর্ঘটনাটি দেখেছিলেন যা কেবলমাত্র বাসের বেপরোয়া এবং অবহেলার কারণে ঘটেছিল।জেরা করার সময় তিনি দাবি করেন যে, তিনি দুর্ঘটনাটি দেখেছেন।

8. তাদের প্রমাণের সময়, এফ.আই.আর., চার্জশিট, বাজেয়াপ্ত তালিকা, নীতি এবং অক্ষমতা শংসাপত্র ইত্যাদি সহ বেশ কয়েকটি নথি প্রদর্শ 1 থেকে 11 হিসাবে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

9. যুক্তিতর্ক চলাকালীন, 2010 সালের এফ. এম. এ 784/2010 এর ক্ষেত্রে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানির পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীমতি গোপা দাস মুখার্জি বলেছেন যে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র দাবিদার দ্বারা দাখিল করা হয়েছিল এবং এটি প্রদর্শনী 7 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এটি কোনও যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়নি তাই

প্রতিবন্ধী শংসাপত্র বিবেচনা করা যাবে না।

10. এফ. এম. এ 783/2010-এর বিষয়ে আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব সাইদুর রহমান বলেছেন যে কোনও আপত্তি ছাড়াই অক্ষমতা শংসাপত্রটি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, তাই এই পর্যায়ে অক্ষমতা শংসাপত্রকে অবিশ্বাস করা যায় না।

11. নথিভুক্ত সাক্ষ্য থেকে, আমি দুর্ঘটনা সম্পর্কিত প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না যা মাননীয় ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।প্রমাণ থেকে জানা যায় যে বাসটি বেপরোয়া ও অবহেলার সাথে চালানোর কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল এবং ভুক্তভোগী বাম পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন এবং স্থায়ী অক্ষমতায় ভুগছিলেন।যতদূর আয়ের কথা বলা যায়, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল পরপর তিন বছর ধরে আয়কর রিটার্ন বিবেচনা করার পরে মূল্যায়ন করে।এই বিষয়ে এই আপিলের পক্ষগুলি কোনও নির্দিষ্ট যুক্তি পেশ করেনি।আয়কর রিটার্ন সহ সমগ্র প্রমাণের যত্ন সহকারে পর্যালোচনার উপর (প্রদর্শ 10 সম্মিলিতভাবে), আমি দাবিদারদের আয় সম্পর্কে মাননীয় ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

12. অক্ষমতার ক্ষেত্রে, এটি পাওয়া যায় যে (প্রদর্শ ৭), জলপাইগুড়ির সদর হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট দ্বারা গঠিত একটি চিকিৎসক পর্ষদ দ্বারা অক্ষমতা শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল এবং এতে বোর্ডের সমস্ত চিকিৎসকের স্বাক্ষর রয়েছে।40 শতাংশ পর্যন্ত স্থায়ী অক্ষমতা সম্পর্কে সর্বসম্মত সমস্ত চিকিৎসকদের দ্বারা আহতদের পরীক্ষা করার পরে অক্ষমতা শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল।

অক্ষমতা শংসাপত্রটি প্রমাণের জন্য ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং কোনও আপত্তি ছাড়াই এটি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।অতএব, আমি স্থায়ী অক্ষমতা সম্বলিত অক্ষমতা শংসাপত্র উপেক্ষা করার কোনও সুযোগই খুঁজে পাই না।

13. আপিল নং FMA 783 of 2010 ক্ষেত্রে দাবিদার কর্তৃক এটি পাওয়া যায় যে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল পুরো মূল্যায়িত পুরস্কারটি 7,56,810/ টাকা হিসাবে বিবেচনা করেনি কারণ দাবিদার দাবী 5,53,000/- হিসাবে টাকা দাবি করেছেন। কিন্তু আমি মাননীয় ট্রাইব্যুনালের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে দুঃখিত কারণ দাবিদার সর্বদা দাবির পরিমাণ নির্বিশেষে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

14. উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে, আমি ক্ষতিপূরণটি নিম্নরূপ সংশোধন করা প্রয়োজন বলে মনে করিঃ_

বার্ষিক আয় নির্ধারণ করা হবে – 1,13,370/- টাকা।

14 বছর বয়স অনুযায়ী গুণিতক 15,87,180/- টাকা

উপার্জনের ক্ষমতা ৪০% হিসাবে হ্রাস 6,34,872/- টাকা।

চিকিৎসা ব্যয় 61,590/- টাকা

ব্যথা এবং যন্ত্রণা 15,000/- টাকা

মোট 7,11,462/- টাকা।

15. অতএব, দাবিদাররা মোট মোট 7,11,462/- টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারীযার মধ্যে, যেমনটি জানা গেছে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হল 5,53,000 টাকা যা ইতিমধ্যেই নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি জমা করেছে।নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানিকে বাকি 1,58,462/- টাকা বার্ষিক 6% হারে সুদ সহ দাবি পিটিশন দাখিলের তারিখ থেকে আমানত পর্যন্ত দিতে হবে। বীমা কোম্পানিকে প্রদত্ত 5,53,000/-টাকার উপর আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে টাকা জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত 6% হারে সুদ সমেত মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

16. দাবিদারকে ইতিমধ্যেই জ্ঞাত রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় থেকে অর্জিত সুদ সহ বীমা সংস্থা দ্বারা জমা করা টাকা তোলার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং বীমা সংস্থাকে সুদ সহ অবশিষ্ট পরিমাণ জমা করার সুবিধার্থে অবিলম্বে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানিকে অবহিত করুন।

17. বীমা কোম্পানিকে উপরে উল্লিখিত দাবিদার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সুদ সহ অবশিষ্ট অর্থ জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

18. আপিলকারীর সুদ সহ বকেয়া পুরস্কারের পরিমাণ 1,58,462/- টাকা প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে, যা মাননীয় ট্রাইব্যুনালের সামনে অ্যাড ভ্যালোরেম কোর্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে।

19. উপরের পর্যবেক্ষণের সাথে, FMA 783 of 2010 এবং FMA 784 of 2010 আপিল নিষ্পত্তি করা হল।

20. সমস্ত মুলতুবি আবেদন, যদি থাকে, সেগুলিও নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

21.এই আদেশের একটি অনুলিপি সহ মাননীয় ট্রাইব্যুনালের রেকর্ডগুলি অবিলম্বে ফেরত পাঠানো হবে।

22. এই আদেশের একটি অনুলিপি অবিলম্বে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হবে।

23. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

সেই অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.